RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume VIII, No. 2 / October, 2023, pp. 60-68.

বরফজল: এক অন্য মায়ের গল্প

Sarada Mahato
Assistant Professor,
Department of Bengali,
Rabindra Bharati University,
Kolkata, India.
saradam@rbu.ac.in

সারসংক্ষেপ / Structured Abstract:

উদ্দেশ্য (Purpose): বাংলা কথাসাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী জনপ্রিয় লেখিকা। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে বিশেষ কোন আদর্শকে প্রকাশ করেতে চাননি।বিশেষ কোন তত্ত্ব দ্বারা লেখনীশৈলীকে ভারাক্রান্ত করেননি আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনকে অনাড়ম্বর ভাবে তুলে ধরেছেন।

গবেষনা পদ্ধতি (Methodology): মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের নানা সমস্যা তাঁর ছোট গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। নারীর আলাদা ভুবনকে সযত্নে তিনি তাঁর লেখায় নিয়ে এলেন।

অনুসন্ধান (Finding) / মৌলিকতা (Originality): নারীকে ঘিরে সমাজের যে ধারণা তাকে পরিবর্ত্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। মা-মেয়ের সম্পর্কের প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে মাতৃত্বের ভিন্ন রূপ তিনি দেখালেন ‘বরফজল’ গল্পে।

প্রবন্ধটির ধরন (Paper Type): গবেষনা পত্র ।

সূচক শব্দ / আলোচ্য বিষয়সূচী (Keywords): নির্মাণশৈলী; মেকি মানবাধিকার; মধ্যবিত্ত; ঈর্ষা; অনুকম্পা; গেরস্ত; পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ।

মূলপ্রবন্ধঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে কথাসাহিত্যের নির্মাণকলা, চরিত্রসৃষ্টি সব বদলে যেতে লাগল। রাজনীতি,সমাজনীতি, মনোবিকলনতত্ত্ব সাহিত্যে প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী মনোবিকারকেই মানুষের একমাত্র পরিণাম বলে স্বীকার করতে পারলেন না। জীবনের যে দিক আমাদের সকলের সামনে প্রত্যহ দৃষ্ট হয় অথচ আমরা তাকে অবহেলা করি সেসব

তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে সক্ষম হলেন। আশাপূর্ণা দেবীর জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করে তাঁর লেখার ভুবনকে খোঁজা যেতে পারে। প্রথম পর্বে আশাপূর্ণা দেবীকে পাই বৃন্দাবন বসু লেনের এক বৃহৎ আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত পরিবারে। দ্বিতীয় পর্বে তাঁর পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত চলে আসেন আপার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে। এরপর আশাপূর্ণা দেবীকে চলে যেতে হয় শ্বশুরবাড়ি কৃষ্ণনগরে।শ্বশুর নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শাশুড়ি সরোজিনী দেবী পুত্র পুত্রবধূ ও আরও দুই নাবালক পুত্রসহ কলকাতায় ভবানীপুরে রমেশ মিত্র রোডে বাড়ি ভাড়া করে চলে আসেন।নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে টাউনসেন্ড রোডের বাড়িতে কিছুদিন ও পরে ৭৭নং বেলতলা রোডের বাড়িতে দীর্ঘ চব্বিশ বছর তাঁরা কাটিয়েছিলেন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। এরপর তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্ব ১৯৬০ থেকে যখন পুত্র সুশান্ত,পুত্রবধূ নূপুর ও পৌত্রী শতরুপাকে নিয়ে চলে আসেন গোলপার্কের কাছে গভর্নমেণ্ট হাউসিং -এর ফ্ল্যাটে। ১৯৭০ সালে গড়িয়ার ১৭ নং কানুনগো পার্কে তাঁদের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়।জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ বাড়িতে কাটান। আশাপূর্ণা দেবী এক রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা,পুত্রবধূর যথাযথ দায়িত্ব পালন করেও হয়ে উঠতে পেরেছিলেন অনন্যা এক আশাপূর্ণা। যিনি পঞ্চাশ বছরের ও বেশি সময় ধরে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। 'বাইরের ডাক' নামে কবিতা প্রকাশিত হয় 'শিশুসাথী' পত্রিকায়। এরপর মৌচাক,রংমশাল,খোকাখুকু পত্রিকায় লেখেন।তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন ১৮৯ টি,ছোটদের জন্য ২৭ টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং ছোটগল্প লিখেছিলেন প্রায় ১৫০০ টি,এছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।গ্রন্থিত হয়নি এমন রচনার সংখ্যাও অনেক।

চল্লিশের দশকের লেখকরা যখন ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর নির্মাণশৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তখন আশাপূর্ণা দেবী সেসব অত্যাধুনিক, উৎকট-আতিশয্য এবং মেকি মানবাধিকারের

প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করেননি। তবুও তাঁর রচনাশৈলী পাঠক-পাঠিকার মন জয় করেছে। আশাপূর্ণা দেবীর নিজস্ব একটা গল্প বলার ধরণ ছিল। যা অতি সহজ-সরল। সহজ বিষয়টিকে সহজে পাঠকের দরবারে তুলে ধরাটাই ছিল তাঁর লেখক জীবনের উদ্দেশ্য। মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজের নানা সমস্যা আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব খুব বেশি না হলেও শৈল্পিক গুণে তাঁর গল্পগুলি অসাধারণত্ব লাভ করেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে নারীর প্রতি সমাজের গড়ে দেওয়া চিরন্তন ভাবনার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। 'বরফজল' গল্পে তিনি দীপিকাকে সাহিত্যিক হিসেবে তুলে ধরেছেন। মা-মেয়ের সম্পর্ক চিরন্তন। মা, মেয়ের জন্য আত্মবলিদান করবেন এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। মা তার সন্তানের মঙ্গলের জন্য একে একে নিজের সব সখ-আহ্লাদ বিসর্জন দেবেন এটাই প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু এই গল্পে দীপিকা তার স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিয়েছে। সেটা করতে গিয়ে সে সংসারে, সমাজে অধিকাংশ মানুষের বিরাগভাজন হয়েছে। সব জেনে বুঝেও দীপিকা নিজের জন্য বেঁচেছে। এতদিনের নিয়মে, মাতৃত্ব নিয়ে সমাজের যে ভাবনা তা সে ভেঙে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম মায়ের ঈর্ষাকে তাঁর উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন। এই গল্পে আশাপূর্ণা দেবী মায়ের প্রতি মেয়ের ঈর্ষাকে দেখালেন। বদলে যাওয়া এক নারীর উত্থানের গল্প 'বরফজল'। সংসারের ঘেরাটোপে আটকে থাকতে ভালোবাসতেন যিনি, হঠাৎ করে সেই নারীর আমূল পরিবর্তন সকলকে অবাক করেছিল। দীপিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে গল্পকার লেখেন—

আগে এত বেশী বেরোতো না দীপিকা, সংসার -সংসার বাতিকই ছিল বরং তার। তারসঙ্গে লেখার শখ একটু ছিল। অবসর সময়ে সেটা নিয়ে বসতো। কদাচিৎ সংসার ভাসিয়ে দিয়ে নয়।

কিন্তু দীপিকার পদ্ধতির বদল হয়েছে, সে এখন সংসার ভাসাচ্ছে, নিজেকে ভাসাচ্ছে। কারণ এখন বাজারে দীপিকার লেখার কদর হয়েছে, দীপিকা লেখার জন্যে দাম পাচ্ছে। অর্থাৎ দীপিকা দরের মানুষ হয়ে উঠেছে। দীপিকাকে অতএব প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন সভায় যোগ দিতে হচ্ছে, যেহেতু দীপিকা মজুমদার নামটা সাহিত্য সমাজের তালিকায় উঠে গেছে।১

দীপিকার সাজসজ্জা নিয়ে আলোচনা হয় সেটা সে জানে তবুও নিজেকে সে একটু একটু করে বদলাতে থাকে। নিজের মেয়েরাও যে তার এই সাজের প্রতি বিদ্রুপ করে তা সে জানে। মেয়ে বুবু ও টুটুর এই ব্যঙ্গকে সে তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না। কারণ—

বয়েই গেল। দীপিকা ওতে কেয়ার করে না। আসল কথাটা তো ধরা পড়ে গেছে দীপিকার কাছে। মায়ের এই হঠাৎ 'নাম-ডাকে' মেয়েদের হিংসে জেগেছে। 'মা ঘর সংসার করবে, তোদের সুখ-সুবিধে দেখবে, তোদের ওই কাগজের স্বর্গে আত্মগোপনকারী বাপকে তোয়াজ করে ডেকে ডেকে খাওয়াবে মা, এই ব্যস। বড়জোর অবকাশকালে একটু খাতা কলম নিয়ে বসবে। আবার কি!' ২

সংসার আসলে নারীকে নানা নিয়মে আবদ্ধ করে রাখে। নারী, পুরুষের সম্পত্তি এ রকম একটা ধারণা বহুকাল আগে থেকে চলে আসছে। তাই জন্মের পর বাবা, বিয়ের পর স্বামী, তারপর সন্তানদের কথা ভেবেই জীবন চালাতে হয়। এর বাইরে কোন নারী যদি নিজের কথা ভাবে, তাহলে তাকে নানা অপবাদ সহ্য করতে হয়। বিবাহের পর সন্তান জন্মাবার পরে কোন নারী যদি নিজের পছন্দের কোন কাজ করতে বাইরের জগতে বের হয়, তাহলে দীপিকার মতো তাকে সহ্য করতে হয় বিদ্রুপ । মেয়েরা এখন কিছু না বললেও দীপিকা মনে মনে কথা সাজিয়ে বলতে থাকে—

আর তোমরা? তোমরা সোহাগী মেয়েরা? তোমরা ইস্কুল যাবে, কলেজ যাবে, পাশ করবে, নাম করবে, আর ম্যাট্রিক ফেল মাকে--অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখবে। এই তো? এটাই ছিল ন্যায্য, কেমন? তা হচ্ছে না। চাকা ঘুরে গেছে। ম্যাট্রিক-ফেইল ডঙ্কা বাজিয়ে পাদপ্রদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই তোমাদের গোঁসা, কেমন? দীপিকা বোঝে তাই গ্রাহ্য করে না মেয়েদের অপছন্দ। ৩

দীপিকা অপমানের সঠিক কথাটা বুঝেছিল, তাই লোক দেখানো সমাজের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। দীপিকার মতো ভাবনা যদি নারীরা করতে পারতেন, তবে নারীদের এত কষ্ট সহ্য করতে হতো না। খবরের কাগজে একটা লেখাকে কেন্দ্র করে দীপিকার দুই মেয়ে, বুবু ও টুটুর আলোচনায় তাদের মায়ের প্রতি তাদের হতাশা প্রকাশিত হয়েছে—

বুবু বলে--'কাগজে বেরিয়েছিল মা-র বক্ততা? টুটু হেসে ওঠে, 'তবেই বোঝ? গেরস্ত ঘরের ভদ্রমহিলা, রাঁধছিল, বাড়ছিল সংসার করছিল, হঠাৎ খবরের কাগজে ওর ভাষণ ছাপছে, পাবলিশাররা ওর দরজায় হাঁটাহাঁটি করছে--সে তো নেই টুকুর জোরে? যদি বলতো সব আছে--পাবলিশাররা ঝেড়ে জবাব দিতো ঠিক আছে তাহলে তুমিও থাকো।৪

দীপিকার নতুন বই সম্পর্কে দুই মেয়ের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মায়ের প্রতি মেয়েদের অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়। মায়ের হঠাৎ এত নামডাকের কারণে তারা ঈর্ষান্বিত হয়। বুবু তার মায়ের লেখা বই পড়ে টুটুকে বলে-

'তোর রক্তটা কি বরফজল দিদি?,তেতে উঠতে জানে না?...জানিস কাল ওই বইটা পড়ার পর্যন্ত মা-র দিকে তাকাতে পারছি না আমি--' ৫

টুটুর কোন ভাবান্তর ঘটে না দেখে বুবু অত্যন্ত রেগে যায় এবং বলে ওঠে-

'সাধে কি বলেছি তোর গায়ে রক্ত নেই, শুধু বরফজল। আমার মাথার মধ্যে রক্ত টগবগিয়ে ফুটছে। মনে হচ্ছে মা হয়তো আমাদেরও মা-র ওই গল্পের নায়িকার মত মনে করে।' ৬

দীপিকা নিজের জীবনকে তার মতো করে চালাতে চেয়েছে। সমাজের এতদিনের নিয়মকে অবহেলা করার সাহস দেখিয়েছে। তাই তার পরিবারের সবাই তার বিরোধিতা করে। টুটু তার বাবাকে বলে -

'আচ্ছা বাবা', তুমি পারো না শাসন করতে? তোমারই করা উচিত। ৭

বিয়ের পর স্বামী হল নারীর সবকিছু। পুরুষটির ভালোলাগা, মন্দলাগা তার সন্তানের দেখভাল করা একজন স্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাই দীপিকার মেয়ে তার বাবাকে মনে করিয়ে দেয় কর্তব্যের কথা। মেয়ের কথা শুনে সুরঞ্জন ম্লান গলায় বলে ওঠেন—

আমি বারণ করলে তো আরো বেশী করে করবে। তোরা মেয়ে তবু যদি তোদের কথা নেয়।৮

বাবার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে বুবু টুটুকে বলে—

বেচারা বাবা, আমাদের তো তবু পথ আছে। বাবার জন্য দুঃখ হয়। ৯

বুবুর এই কথায় অত্যন্ত রেগে যায় টুটু। এতক্ষণ যাকে বুবু বরফজল বলে মনে করছিল, যার কোন কিছুতেই রাগ হয় না, রক্ত গরম হয় না। সেই টুটু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—

বলতে লজ্জা করলো না তোর একথা? প্রধান আসামী কে জানিস? ওই আমাদের ভদ্র সভ্য মার্জিতরুচি বাবাটি। যিনি শুধু নিজের ভদ্রতার খোলশটুকুকে প্রাণপণে সামলে চলা ছাড়া আর কোন করণীয় খুঁজে পাননি।...খেয়াল করেননি বিষের চারাকে চারাতেই নির্মূল করা দরকার।১০

সমাজ এক তরফা মেয়েদের দায়ী করে এসেছে সংসারের সব ভালো মন্দের জন্য। আসলে এই ভালো মন্দ নির্ভর করে যৌথ উদ্যোগের উপর। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব বাড়ির বউটির উপর চাপিয়ে দিয়ে পুরুষটি সংসারের আর কোন দিকে নজর দেওয়ার আছে বলে মনে করে না। এই গল্পে টুটুর কথায় আমরা জানতে পারি, তার বাবা সংসারের জন্য অর্থ উপার্জন ছাড়া আর কোন দিকেই নজর দেননি। তাদের মায়ের এই পরিবর্তনের জন্য তার বাবা দায়ী। তাই টুটু রেগে গিয়ে বলে ওঠে—

আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো,তাহলে কী করতাম জানিস? এই আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভদ্রলোকদের কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে ধরে ধরে জেলে পাঠাতাম। বলতাম-- কেবলমাত্র নিজেকে ভদ্র মার্জিত করে রাখাই তোমাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল? আর কিছু কর্তব্য ছিল না? রক্তে তোমাদের বরফ ছাড়া কিছু নেই। ১১

বাবার প্রতি নয় গোটা পুরুষ সমাজের প্রতি টুটুর এই বক্তব্য। পুরুষ তার প্রয়োজনে নারীকে ব্যবহার করে থাকে। আশাপূর্ণা দেবীর অনেক গল্পের মধ্যে নারীকে কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার চিত্র তুলে ধরেছেন। যেমন 'ব্রহ্মাস্ত্র' গল্পে দেখা যায় রণবীর তার সুন্দরী স্ত্রীকে ভোগ্যপণ্য করে চাকরি পাওয়ার উপায় বের করেছিল। 'ইস্পাতের পাত' গল্পে সুখীর স্বামী সুখীকে দেহব্যবসার কাজে প্ররোচিত করেছিল, তাদের দৈন্যদশা কাটানোর জন্য। এই রকম নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে গল্পকার নারীর প্রতি পুরুষ সমাজের যে মনোভাব তা

দেখিয়েছেন। 'বরফজল' গল্পে দীপিকা একজনের স্ত্রী, বুবু ও টুটুর মা হয়েও নিজের স্বপ্নকে ভুলে যায়নি। সমাজের নিয়ম ভেঙে ফেলার সাহস দেখিয়েছে। মা হয়ে, কারো স্ত্রী হয়ে, নিজের জীবনকে কাটিয়ে দিতে চায়নি। দীপিকা এ গল্পে সাধারণ গৃহবধূ, মা নয়। সে একজন জনপ্রিয় লেখিকা। সমাজে যার একটা পরিচিতি রয়েছে। যার কথা শোনার জন্য দর্শক অপেক্ষা করে থাকে। বুবু- টুটুর ব্যঙ্গ, ঈর্ষা, তাদের বাবার অতি সক্রিয়তা, এ সব কিছু শুরু হয়েছে দীপিকার নাম ডাক হওয়ার পর। দীপিকা যদি তার লেখালেখি ছেড়ে দিয়ে স্বামীসেবা আর মেয়েদের দেখভাল করে জীবন কাটিয়ে দিত, তাহলে সমাজ তাকে একজন সতী-রমণী আখ্যা দিত, ভালো মায়ের আখ্যা দিত। সমাজের এই গড়ে দেওয়া নিয়মকে ভেঙে নিজের জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে গিয়েই, লড়াই করতে হয়েছে নিজের মেয়েদের সঙ্গে। এই লড়াইটার জন্যই আশাপূর্ণা দেবীর 'বরফজল' গল্পটি ব্যাঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

পঞ্চদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত নারীর আইনগত মর্যদা থাকে অপরিবর্তিত। সপ্তদশ শতকে অবকাশপ্রাপ্ত নারীরা নিজেদের নিয়োজিত করেন শিল্পসাহিত্য চর্চায়। ফ্রান্সে মাদাম দ্য রঁবিলে, মাদাম দ্য সেঁভিয়ে ছিলেন বিখ্যাত। উচ্চশ্রেণির খ্যাতিসম্পন্না নারীরা পুরুষের পৃথিবীতে প্রবেশ করতে লাগলেন। অষ্টাদশ শতকে নারীর স্বাধীনতা বাড়তে থাকে। এই সময় কিছু লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নারীদের আত্মা অমর নয়। রুশো নারীদের বলি দেন স্বামী ও মাতৃত্বের কাছে।

"নারীর সমস্ত শিক্ষাই হবে পুরুষ সাপেক্ষ "..."নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল পুরুষের কাছে সমর্পণের জন্যে এবং অবিচার সহ্য করার জন্যে।" ১২

ভলতেয়ার নারীর ভাগ্যের অবিচারকে নিন্দা করেছেন। দিদেরো মনে করতেন সমাজই নারীকে নিকৃষ্টভাবে তৈরি করেছে। মঁতেস্কু স্ববিরোধিতাসহ বিশ্বাস করতেন যে, 'এটা যুক্তি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ যে মেয়েরা গৃহের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কঁডরসে চেয়েছিলেন নারীরা রাজনীতিতে প্রবেশ করুক। বিপ্লব নারীর ভাগ্যের পরিবর্তন বয়ে আনবে এটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। আজও নারীকে তার অধিকারের জন্য লড়াই করতে হয়। ‘বরফজল' গল্পে আমরা দেখতে পাই মেয়েদের সাথে এক মায়ের সংঘাত। ঘরের নিয়ন্ত্রণে থাকতে চায়নি দীপিকা। নিজের জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে। নারীরা তার অধিকারের জন্য লড়ে আসছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠার পর থেকেই। দীর্ঘ শতাব্দী পার করেও আজও সে স্বাধীনতা অধরা।

References (তথ্যসূচী)

১.আশাপূর্ণা দেবী রচনা সম্ভার প্রথম খণ্ড, জি ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং,প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬,পৃ.২৬৪
২.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৫
৩.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৫
৪.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৮
৫.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৭
৬.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৮
৭.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৯
৮.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৯
৯. পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৯
১০.পূর্বোক্ত,পৃ.২৭০
১১.পূর্বোক্ত,পৃ.২৭০
১২.সিমোন দ্য বোভোয়ার দ্বিতীয় লিঙ্গ, অনুবাদ কঙ্কর সিংহ, র‍্যাডিক্যাল ২০১৪,পৃ.৯০